তারিখ ... 16 JUN 1994 ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২
দৈনিক ইনকিলাব

# শিক্ষকদের আমরণ অনশন শুরু

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বেসরকারী শিক্ষকদের আন্দোলনে সৃষ্ট পরিস্থিতির কোন সন্তোজনক সমাধান হয়নি। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে গতকাল বুধবার দুপুর বারোটায় আন্দোলনরত শিক্ষক-কর্মচারীরা আমরণ অনশন ধর্মঘট শুরু করেছেন। মহাঅবস্থান এবং অনশনে অংশগ্রহণকারী ৬০ জনের বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এদের মধ্যে বত্রিশ জনকে বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে বলে অবস্থানস্থল থেকে জানানো হয়।

বিভিন্ন রাজনৈতিক, ছাত্র এবং পেশাজীবী সংগঠন শিক্ষকরা আমরণ অনশন ধর্মঘট শুরু করায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। শিক্ষকরা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ঘোষণা করছেন। নেতৃবৃন্দও অনুরূপ প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটি দাবি দাওয়া সম্পর্কে রেডিও টিভিতে প্রচারিত সরকারী বক্তব্যকে 'জঘন্য মিথ্যাচার' বলে আখ্যায়িত করেছেন। গণতন্ত্রের স্বার্থে এ ধরনের প্রচারণা থেকে বিরত থেকে সরকার আলোচনার মাধ্যমে সমস্যাটির সম্মানজনক সমাধানে ব্রতী হবেন বলেও নেতৃবৃন্দ প্রত্যাশা করেছেন। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই প্রত্যাশা করা হয়। এদিকে সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সন্ধ্যায় তোপখানা রোডস্থ বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির কার্যালয়ে এক বৈঠকে বসেন। রাত ১০টায় বৈঠক মুলতবী হয়ে হয়ে যায়। আজ পুনরায় নেতৃবৃন্দ বৈঠকে বসবেন।

বেসরকারী শিক্ষক কর্মচারীদের অবিরাম ধর্মঘটের গতকাল ৫৯ দিন অতিবাহিত হয়। মহাঅবস্থানের যায় ৫ম দিন। পূর্ব দিনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরণ অনশন শুরু হয় দুপুর বারোটায়। শুরুতে দু' শতাধিক শিক্ষক কর্মচারী অনশনে অংশ নেন। প্রতিটি জেলা থেকে কমপক্ষে ৫ জনকে অনশন করতে বলা হয়েছিল। সে হিসাবে অনশনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষক-কর্মচারীর ন্যূনতম সংখ্যা হয়

(শেষ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

## শিক্ষকদের

(প্রথম পাতার পর)

৩২০। কিন্তু বিকাল সাড়ে তিনটায় এই সংখ্যা চার শ' অতিক্রম করে যায়। পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে রাত সাড়ে আটটায় এই সংখ্যা সাত শ' ছাড়িয়ে যায় বলে জানানো হয়।

অনাহার-অর্ধাহার, রোদ-বৃষ্টির ঝাপটা এবং একটানা পাঁচ দিনের অনিয়মিত জীবন আন্দোলনরত শিক্ষক-কর্মচারীদের এক সঙ্কটজনক অবস্থায় ঠেলে দিয়েছে। অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তবুও সেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই শিক্ষকরা অনশন ধর্মঘটে অংশ নিচ্ছেন।

স্রেফ পাতলা কাপড়ের সামিয়ানার নিচে শিক্ষকদের অনশন করতে হচ্ছে। বসে অথবা শুয়ে থাকতে হচ্ছে অয়েল ক্লথ, চাদর অথবা কাগজ বিছিয়ে। বৃষ্টি হলেই সামিয়ানা চুইয়ে পানি পড়ছে। রাস্তার পানি গড়িয়েও চলে আসছে। তখন সব কিছু গুটিয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। গতকাল কয়েক দফা অনশনকারীদের এ ধরনের বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়।

বিভিন্ন রাজনৈতিক, ছাত্র এবং পেশাজীবী সংগঠনের পক্ষ থেকে শিক্ষকদের আন্দোলনের প্রতি সমর্থনদান গতকালও অব্যাহত ছিল। অনেক নেতা নিজে এসে সংহতি প্রকাশ করেন। বিবৃতি পাঠিয়েও অনেকে সংহতি প্রকাশ করেন। সকলেই শিক্ষকদের দাবি অবিলম্বে মেনে নেয়ার জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানান।

যে সকল সংগঠন ও নেতা গতকাল আন্দোলন পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে শিক্ষকদের দাবি মেনে নেয়ার জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানান তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন— বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান মেনন, আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য বেগম সাজেদা চৌধুরী, শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্যপরিষদ নেতা আবদুস সালাম খান, রহমত উল্লাহ চৌধুরী, ইস্কান্দার আলী, প্রতাপ উদ্দীন আহমদ, মোখলেসুর রহমান, টিপু বিশ্বাস, আবদুল কাদের, শাহ আতিউল ইসলাম, মেসবাহ উদ্দীন আহমেদ, শফিকুর রহমান মজুমদার, মজিবর রহমান ভূঁইয়া, মামুনর রশীদ চৌধুরী, শাহজাহান কবীর জহির, ইকবাল মজুমদার, গোলাম মহিউদ্দীন ও ইয়াকুব আলী ভূঁইয়া, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি শহিদুল্লাহ চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের আহ্বায়ক খালেকুজ্জামান, জাসদ সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কাজী আরেফ আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনু, ছাত্রঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, জাতীয় কৃষক সমিতি, গণতন্ত্রী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আফজাল, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট মোঃ নূরুল আলম, ৮ বাম দলীয় ফ্রন্ট, জাসদ রব প্রমুখ।

কেন্দ্রীয় শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটির আহ্বায়ক মোঃ কামরুজ্জামান, শেখ আমানুল্লাহ, ডঃ ম. আখতারুজ্জামান ও সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমদ গতকাল এক যৌথ বিবৃতিতে রেডিও টিভির প্রচারণাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর আখ্যায়িত করে বলেন, দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে শিক্ষা জাতীয়করণের লক্ষ্যে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের পূর্ণাঙ্গ জাতীয় স্কেল প্রদান, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে গঠিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি প্রণীত ১৫ দফা সুপারিশমালার বাস্তবায়ন, চাকরির নিরাপত্তা বিধান এবং সরকারী-বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমতা বিধানের দাবিতে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীরা তিরানব্বইয়ের নবেম্বর হতে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করছে। সেই আন্দোলনই বর্তমান রূপ নিয়েছে। কিন্তু আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সঙ্কট সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণের পরিবর্তে সরকার মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর প্রচারণা শুরু করেছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, 'শিক্ষকদের ১৫ দফা দাবির মধ্যে ১৩টি মেনে নেয়া হয়েছে এ ধরনের প্রচারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।'